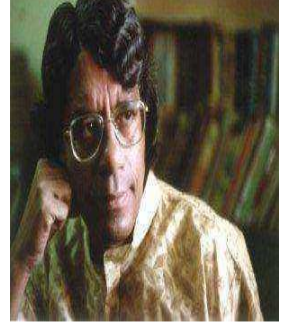




বাঙলা শব্দ

হুমায়ুন আজাদ



লেখক পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল মুন্সীগঞ্জ জেলার বিমপুরের অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুর রাশেদ ও মা জোবেদা খাতুন। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক, কবি, সমালোচক ও প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে তিনি পরিচিত। রাড়িখালের স্যার জে সি বোস ইন্সটিটিউশন থেকে ১৯৬২ সালে মাধ্যমিক ও ১৯৬৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৬ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। অত্যন্ত মেধাবী হুমায়ুন আজাদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক মননশীল লেখক। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা তাঁর সাহিত্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। গতানুগতিক চিন্তাধারা তিনি সচেতনভাবে পরিহার করতেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭০টিরও বেশি। তিনি বাংলা একডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট জার্মানির মিউনিখে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

- কাব্যগ্রন্থ : অলৌকিক ইন্সটিমার, সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু;
 উপন্যাস : ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল, সব কিছু ভেঙে পড়ে, একটি খুনের স্বপ্ন;
 গল্পগ্রন্থ : যাদুকরের মৃত্যু;
 প্রবন্ধ-গবেষণা : নারী, বাঙলা ভাষার শব্দমিত্র, বাক্যতত্ত্ব, লাল নীল দীপাবলি, কতো নদী সরোবর;

ভূমিকা

‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের ‘কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী’ নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। লেখক এখানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর উৎপত্তি, বিকাশ এবং অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ইতিহাস অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় ভাষার রূপ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন প্রক্রিয়া এ প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।



উদ্দেশ্য

‘বাঙলা ভাষা’ প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি—

- বিভিন্ন প্রকার বাংলা শব্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলা শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিচয় লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

বাঙলা ভাষার এক রকম শব্দকে বলা হয় ‘তদ্ভব শব্দ’। আরেক রকম শব্দকে বলা ‘তৎসম শব্দ’। এবং আরেক রকম শব্দকে বলা হয় ‘অর্ধতৎসম শব্দ’। এ-তিন রকম শব্দ মিলে গড়ে উঠেছে বাঙলা ভাষার শরীর। ‘তৎসম’, ‘তদ্ভব’ পারিভাষিক শব্দগুলো চালু করেছিলেন প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতারা। তাঁরা ‘তৎ’ অর্থাৎ ‘তা’ বলতে



বোঝাতেন ‘সংস্কৃত’ (এখন বলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য) ভাষাকে। আর ‘ভব’ শব্দের অর্থ ‘জাত, উৎপন্ন’। তাই ‘তদ্ভব’ শব্দের অর্থ হলো ‘সংস্কৃত থেকে জন্ম নেয়া’, আর ‘তৎসম’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘সংস্কৃতের সমান’ অর্থাৎ সংস্কৃত। বাঙলা ভাষার শব্দের শতকরা বায়ান্নটি শব্দ ‘তৎভব’ ও অর্ধতৎসম। শতকরা চুয়াল্লিশটি ‘তৎসম’। তাই বাঙলা ভাষার শতকরা ছিয়ানব্বইটিই মৌলিক বা বাঙলা শব্দ।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দ বেশ নিয়মকানুন মেনে রূপ বদলায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃত। পরিণত হয় প্রাকৃত শব্দে। শব্দগুলো গা ভাসিয়ে দিয়েছিলো পরিবর্তনের স্রোতে। প্রাকৃতে আসার পর আবার বেশ নিয়মকানুন মেনে তারা বদলে যায়। পরিণত হয় বাঙলা শব্দে। এগুলোই তদ্ভব শব্দ। এ-পরিবর্তনের স্রোতে ভাসা শব্দেই উজ্জ্বল বাঙলা ভাষা। তবে তদ্ভব শব্দগুলো সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই শুধু আসে নি। এসেছে আরো কিছু ভাষা থেকে। তবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই এসেছে বেশি সংখ্যক শব্দ।

‘চাঁদ’, ‘মাছ’, ‘এয়ো’, ‘দুধ’, ‘বাঁশি’। এগুলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে নিয়ম মেনে প্রাকৃতির ভেতর দিয়ে এসেছে বাঙলায়। ‘চাঁদ’ ছিলো সংস্কৃতে ‘চন্দ্র’, প্রাকৃতে ছিলো ‘চন্দ’। বাঙলায় ‘চাঁদ’। ‘মাছ’ ছিলো ‘মৎস’ সংস্কৃতে, প্রাকৃতে হয় ‘মচ্ছ’। বাঙলায় ‘মাছ’। ‘এয়ো’ ছিলো সংস্কৃতে ‘অবিধবা’। প্রাকৃতে হয় ‘অবিহবা’। বাঙলায় ‘এয়ো’। ‘দুধ’ ছিলো সংস্কৃতে ‘দুগ্ধ’; প্রাকৃতে হয় ‘দুদধ’। বাঙলায় হয় ‘দুধ’। ‘বাঁশি’ ছিলো ‘বংশী’ সংস্কৃতে। প্রাকৃতে হয় ‘বংসী’। বাঙলায় ‘বাঁশি’। বেশ নিয়ম মেনে, অনেক শতক পথ হেঁটে এসেছে এ-তীর্থযাত্রীরা। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়রা।

আরো আছে কিছু তীর্থযাত্রী, যারা পথ হেঁটেছে আরো বেশি। তারা অন্য ভাষার। তারা প্রথমে ঢুকেছে সংস্কৃতে, তারপর প্রাকৃতে। তারপর এসেছে বাঙলায়। এরাও তদ্ভব শব্দ। মিশে আছে বাঙলা ভাষায়।

‘খাল’ আর ‘ঘড়া’। খুব নিকট শব্দ আমাদের। ‘খাল’ শব্দটি তামিল ভাষার ‘কাল’ থেকে এসেছে। ‘কাল’ সংস্কৃতে হয় ‘খল্ল’। প্রাকৃতে হয় ‘খলণ্ড’। বাঙলায় ‘খাল’। তামিল-মলয়ালি ভাষায় একটি শব্দ ছিলো ‘কুটম’। সংস্কৃতে সেটি হয় ঘট। প্রাকৃতে হয় ‘ঘড়’। বাঙলায় ‘ঘড়া’।

‘দাম’ আর ‘সুড়ঙ্গ’। প্রতিদিনের শব্দ আমাদের। ‘দাম’ শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষার ‘দ্রাখ্মে’ (একরকম মুদ্রা, টাকা) থেকে। ‘দ্রাখ্মে’ সংস্কৃতে হয় ‘দ্রম্য’। প্রাকৃতে ‘দন্ম’। বাঙলায় ‘দাম’। গ্রিক ভাষায় একটি শব্দ ছিলো ‘সুরিংক্স’। শব্দটি সংস্কৃতে ঢুকে হয়ে যায় ‘সরঙ্গ’/‘সুরঙ্গ’। প্রাকৃতেও এভাবেই থাকে। বাঙলায় হয়ে যায় ‘সুড়ঙ্গ’।

‘ঠাকুর’। বাঙলায় শ্রেষ্ঠ কবির নামের অংশ। শব্দটি ছিলো তুর্কি ভাষায় ‘তিগির’। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে হয়ে যায় ‘ঠকুর’। বাঙলায় ‘ঠাকুর’।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার বেশ কিছু শব্দ বেশ অটল অবিচল। তারা বদলাতে চায় না। শতকের পর শতক তারা অক্ষয় হয়ে থাকে। এমন বহু শব্দ, অক্ষয় অবিনশ্বর শব্দ, এসেছে বাঙলায়। এগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ। বাঙলা ভাষায় এমন শব্দ অনেক। তবে এ-শব্দগুলো যে একেবারে বদলায় নি, তাও নয়। এদের অনেকে পরিবর্তিত হয়েছিলো, কিন্তু আমরা সে-পরিবর্তিত রূপগুলোকে বাদ দিয়ে আবার খুঁজে এনেছি খাঁটি সংস্কৃত রূপ।

জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, গৃহ, কৃষ, অন্ন, দর্শন, দৃষ্টি, বংশী, চন্দ্র এমন শব্দ। এদের মধ্যে ‘বংশী’ ও ‘চন্দ্র’র তদ্ভব রূপও আছে বাঙলায়। ‘বাঁশি’ আর ‘চাঁদ’। পুরোনো বাঙলায় ‘সসহর’ ছিলো, ‘রএণি’ ছিলো। এখন নেই। এখন আছে সংস্কৃত শব্দ ‘শশধর’ আর ‘রজনী’। বাঙলা ভাষার জন্মের কালেই প্রবলভাবে বাঙলায় ঢুকতে থাকে তৎসম শব্দ। দিন দিন তা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে তৎসম শব্দ বাঙলা ভাষাকে পরিণত করে তার রাজ্যে।

কিছু শব্দ বেশ রুগ্নভাবে এসেছে বাঙলায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃতের কিছু শব্দ কিছুটা রূপ বদলে ঢুকেছিলো প্রাকৃতে। তারপর আর তাদের বদল ঘটে নি। প্রাকৃত রূপ নিয়েই অবিকশিতভাবে সেগুলো এসেছে বাঙলায়। এগুলোকেই বলা হয় অর্ধতৎসম। ‘কৃষ’ ও ‘রাত্রি’ বিকল হয়ে জন্মেছে ‘কেষ্ট’ ও ‘রাতি’। শব্দগুলো বিকলাঙ্গ। মার্জিত পরিবেশে সাধারণত অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

আরো কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর মূল নির্ণয় করতে পারেন নি ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তবে মনে করা হয় যে বাঙলা ভাষার উদ্ভবের আগে যে সব ভাষা ছিলো আমাদের দেশে, সে-সব ভাষা থেকে এসেছে ওই শব্দগুলো। এমন শব্দকে বলা হয় ‘দেশি’ শব্দ। এগুলোকে কেউ কেউ বিদেশি বা ভিন্ন ভাষার শব্দের মতোই বিচার করেন। কিন্তু এগুলোকেও গ্রহণ করা উচিত বাঙলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসেবেই। ডাব, ডিঙ্গি, ঢোল, ডাঙ্গা, ঝোল, ঝিঙ্গা, চেউ এমন শব্দ। এগুলোকে কী ক’রে বিদেশি বলি?



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবিকশিতভাবে– বিকশিত নয় এমন। **অটল**– স্থির। **অর্ধতৎসম শব্দ**– অর্ধেক তার সমান; তৎসম শব্দের আংশিক পরিবর্তিত রূপ। **আমাদের সবচেয়ে প্রিয়রা**– বাংলাভাষায় আগত শব্দসমূহ আমাদের বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ কারণে আগত শব্দসমূহকে লেখক সবচেয়ে প্রিয় বলে বিশেষায়িত করেছেন। **এ-তীর্থযাত্রীরা**– এখানে বাংলা ভাষায় আগত শব্দভান্ডারকে বোঝানো হয়েছে। **তদ্ভব শব্দ**– তা থেকে উৎপন্ন; প্রাকৃত বাংলা শব্দ; এই শব্দগুলো প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ক্রম পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তর লাভ করেছে। **তৎসম শব্দ**– তৎসদৃশ; তদ্রূপ; সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দ। **তীর্থযাত্রী**– পবিত্র স্থানে গমনকারী। **প্রাকৃত**– প্রকৃতিজাত; স্বাভাবিক; প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার রূপান্তর বিশেষ। **বিকলাঙ্গ**– অঙ্গহীন; ক্রটিযুক্ত। **ভাষাতাত্ত্বিক**– ভাষার উৎপত্তি বা বিবর্তন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান নিয়ে যিনি আলোচনা করেন। **মার্জিত**– ক্রটিশূন্য; দোষমুক্ত। **সাবলীল**– সহজ।



সারসংক্ষেপ :

বাংলা শব্দের শতকরা প্রায় ছিয়ানব্বইটি শব্দ তৎসম, তদ্ভব আর অর্ধতৎসম। এগুলোই বাংলা ভাষার মূল শব্দভাণ্ডার। সংস্কৃত থেকে হুবহু বাংলায় গৃহীত হয়েছে অনেক শব্দ। এগুলোর নাম তৎসম। অল্প কিছু শব্দ খানিকটা বদলে বাংলায় এসেছে। এগুলোকে বলা হয় অর্ধতৎসম। অন্য বিপুল পরিমাণ শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা শব্দের রূপ পেয়েছে। এদের নাম তদ্ভব। বিদেশি ভাষার কিছু শব্দও আমরা নানা প্রয়োজনে গ্রহণ করেছি। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলো সম্ভবত পুরনো স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলো দেশি শব্দ নামে পরিচিত।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার অপর নাম কী?
ক. অপভ্রংশ খ. সংস্কৃত
গ. প্রাকৃত ঘ. তামিল
২. বাংলা ভাষার শরীর কত রকম শব্দ দিয়ে গড়ে উঠেছে?
ক. তিন রকম খ. চার রকম গ. পাঁচ রকম ঘ. ছয় রকম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাংলাভাষায় এমন কতগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলো তেমন উজ্জ্বল নয়। দেখা যায় ভাষার পরিবর্তনের সময় বিকৃতির মাধ্যমে এদের জন্ম। সাধারণত ভদ্র পরিবেশে এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় না।

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যটি ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধে আলোচিত কোন ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক. তৎসম শব্দ খ. অর্ধ-তৎসম শব্দ গ. দেশি শব্দ ঘ. তদ্ভব শব্দ
৪. উদ্দীপক ও ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধের আলোকে বলা যায় উদ্দীপকে আলোচিত শব্দগুলো—
i. বিকৃতভাবে তৈরি হয়েছে ii. সবার নিকট বোধগম্য নয় iii. ব্যাকরণ সঠিক নয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'দ্রাখমে' কোন ভাষার শব্দ?
ক. ল্যাটিন খ. গ্রিক গ. সুইডিশ ঘ. ফ্রেন্সিশ
৬. 'প্রাকৃত শব্দ' যে শব্দের পরিবর্তিত রূপ-
ক. তৎসম শব্দ খ. তদ্ভব শব্দ গ. গ্রিক শব্দ ঘ. দেশি শব্দ



নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

যে সব শব্দ বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে সেগুলোকে দেশি শব্দ বলে।

৭. উদ্দীপকের ভাব ‘বাংলা শব্দ’ রচনার যে শব্দগুচ্ছে প্রতিফলিত হয়েছে—

ক. চা, চিনি, চাকু খ. ডাব, ডিঙ্গি, ডাঙ্গা গ. জুডো, জেব্রা, জিরাফ ঘ. আয়া, আতা, আচার

৮. উদ্দীপক ও ‘বাংলা শব্দ’ রচনায় বাংলা শব্দকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে—

i. গঠন অনুসারে

ii. অর্থ অনুসারে

iii. উৎপত্তি অনুসারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ওপরের কোনটিই নয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

যদিও আমরা এমন বলি না যে, ঘর প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে: কিন্তু আমরা এমন বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার করা উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা: আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত।

ক. ‘লাল নীল দীপাবলি’ কী জাতীয় গ্রন্থ?

খ. ‘কিছু শব্দ বেশ রুগ্ণভাবে এসেছে বাঙলায়।’ –কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধটির সাযুজ্য রয়েছে কী? –আলোচনা করুন।

ঘ. “বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ নিয়ে আলোচনা হলেও উদ্দীপক ও ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ভিন্নধর্মী।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:

ক. ড. হুমায়ুন আজাদ রচিত ‘লাল নীল দীপাবলি’ প্রবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ।

খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার কতগুলো শব্দ লোক মুখে কিছুটা বিকৃত হয়ে তার রূপের খানিকটা পরিবর্তন করে মধ্য ভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করেছে। ‘বাংলা শব্দ’ প্রবন্ধে বলা হয়েছে এই শব্দগুলো এভাবেই রুগ্ণভাবে বাংলায় এসেছে।

বাংলা ভাষার মূল উৎস ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় শাখা। ভারতে এই শাখার আদিম রূপ হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা ‘সংস্কৃত ভাষা’ সময়ের বিবর্তনে লোকমুখে বিকৃত বা অর্ধবিকৃত হয়ে নিয়মকানুনের ধাপ পেরিয়ে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে। তবে কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ রয়েছে যেগুলো আসল রূপ থেকে কিছুটা বদল হয়ে মধ্য ভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং তেমনি ত্রুটিযুক্ত প্রাকৃত রূপ নিয়েই অবিকশিতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুত এ শব্দগুলো সম্পর্কে উক্তিটি করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধটির সাযুজ্য নেই, রয়েছে বৈসাদৃশ্য।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষার শব্দ এসেছে। সময়ের বিবর্তনে গড়ে উঠেছে এ ভাষার মহীকর। একসময় এ ভাষার মানুষ বাইরে থেকে আসা শব্দগুলো নিজের করে নেয়। বাংলা শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষা থেকে আসা শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেগুলো একবারে বাদ দেওয়া উচিত নয়।

উদ্দীপকে লেখক বলতে চেয়েছেন, অকারণে কঠিন শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাংলা শব্দ; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ছেড়ে বাংলা শব্দ ব্যবহার করলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। পক্ষান্তরে ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শব্দের আগমন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার শরীর গঠন নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বাংলা শব্দ’ প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু এক হলেও তাদের উদ্দেশ্য নানাদিক থেকে আলাদা।



বাংলা ভাষায় শব্দের একটি সমৃদ্ধ ভান্ডার রয়েছে। তাই বাংলা ভাষা ব্যবহারের সময় কঠিন শব্দ বাদ দিয়ে সবার বোঝার সুবিধার্থে সহজ শব্দ ব্যবহার করা উচিত। কারণ তাতে ভাষার গতি ও প্রকৃতি দুটোই রক্ষা করা যায়।

উদ্দীপকে ভাষাকে মধুর করতে সহজ শব্দ ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, মাথার পরিবর্তে মস্তক, পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যদিকে ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার নিয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দীপক ও ‘বাংলা শব্দ’ প্রবন্ধ দুটো রচনাতেই বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধ ও উদ্দীপক উভয়ের বিষয়বস্তু এক হলেও রচনার উদ্দেশ্য ভিন্ন। কারণ প্রবন্ধে তৎসম শব্দের ব্যবহার করে বাক্যকে গুরুগম্ভীর না করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, আর উদ্দীপকে তৎসম শব্দের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

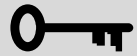
যে ভাষা বেশি শব্দ গ্রহণ করতে পারে সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ। ব্যাকরণবিদদের তথ্য মতে বাংলা ভাষায় মোট শব্দের সংখ্যা সোয়া লক্ষের মতো। এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ তৎসম, প্রায় আড়াই হাজার শব্দ আরবি-ফারসি, চারশত তুর্কি, আটশত ইংরেজি শব্দ এবং দেড়শত রয়েছে পর্তুগিজ ও ফরাসি শব্দ। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় রয়েছে। আর বাকি শব্দগুলো বাংলা ভাষায় তদ্ভব ও দেশি শব্দ নামে পরিচিত।

ক. ‘খাল’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

খ. ‘এ তীর্থ যাত্রীরা’ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ. ‘বাংলা শব্দ’ প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় উদ্দীপকের সঙ্গে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. ‘বাংলা শব্দের ভাঙার দেশি-বিদেশি শব্দের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।’ –উদ্দীপক ও ‘বাংলা শব্দ’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. খ ৮. গ



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।



অডিও/ভিডিও

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।